হাতেতে ওলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন
ওলকা ফিরায়ে অস্ত্র কৈল নিবারন।
ডাকিয়া অর্জুন বলে শুনরে গন্ধর্ব্ব
এই অস্ত্র বলেতে করিতে ছিলা গর্ব্ব।
তোর বান নিবারিল সহ মোর বান
এই অস্ত্র পূর্ব্বে যবে দ্রোন দিল দান।
গুরু দ্রোনাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে।
এতবলি ধনঞ্জয় অগ্নিঅস্ত্র যুড়ি
অগ্নিজ্বালে গন্ধর্ব্বের রথগেল পুড়ি।
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রনে ভঙ্গদিয়া
পাছে থেদি অর্জুন চুলেতে ধরেগিয়া।
স্বামীর দেখিয়ে হেন শঙ্কট সময়
নারীগন গেলা যথা ধর্ম্মের তনয়।

গান্ধর্ব্বের ভার্য্যা নাম কুম্ভক্ষষী ধরে
যুধিষ্ঠির পায়েধরি সবিনয় বলে।
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার
তোমার আশ্রয় দুঃখ যাওে সভাকার।
পরম শঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ
সহস্র সতিনে মোর স্বামী দেহ দান।
নারীগনে ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জুনেরে আজ্ঞাকৈল ছাড় শীঘ্রগতি।
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়িল অর্জুন
গান্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন।
মোরে প্রানদান যদি দিলা মহাশয়
করিব তোমার প্রীত ওচিত যে হয়।
অদ্ভূত চাক্ষুষি বিদ্যা আছে মোর স্থানে
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে।

এই বিদ্যা মনু পূর্বে দিল নিশাকরে
বিশ্বাবসু চন্দ্রস্থানে সে দিল আমারে।
মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যা হইতে
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতে।
তাইপ্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার
পূর্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল।
স্থানে২ সেই বজ্র কৈল নিয়োজন
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠবজ্র ব্রাহ্মণ বচন।
শূদ্রগণ কৃষ্য করে বজ্র তার সেই
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি।
ক্ষত্রিতে থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে
তেকারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে।

অর্জুন বলিলা তুমি হারিলা সমরে
তোমা ঠাঞি লব অস্ত্র না চাহ আমারে।
চাক্ষুষির বিদ্যা যদি সর্ব্বলোকে জানে
হেন বিদ্যা জানি আমি হিংশ কিকারনে
অর্জুন বলিল আমি জানি না সকল
ভয় পাইয়া এতেক বিনয় কেন বল।
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানিয়ে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে।
তোমার পুরুষক্রমে জানি ভালমতে
গুরু দ্রোণ জানি তেঁহ খ্যাত ত্রিজগতে।
তথাপি বান্ধিল মাত্রে আমার বিষয়
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়।
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অন্দিস্থা কেবা করে
বলাবল নাহি বুঝি বন্ধকরি তারে।

অনাহুত অনাত্মীয় যেই দ্বিজগন
তাহারে করিয়ে বন্ধ নিশার কারন।
আর যত জাতি আসি পাই নিশাকালে
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে।
পুরোহিত দ্বিজ কিম্বা সঙ্গেতে করিয়া
গৃহহৈতে বাহিরায় প্রস্থান করিয়া।
সর্ব্বমঙ্গল তার যথাকারে যায়
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংশিতে আমায়
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচার্য্য তুমি পঞ্চজন
আমারে জিনিতে শক্তি হৈল সেকারন।
মোর বাক্য তাৎপর্য্য শুনহ এক্ষনে
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারনে।
সহজে পরের হিত সদা হিতকারি
পুরহিত যেই ইন্দ্র স্বর্গ অধিকারি।

অর্জুন বলিল শুন গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে।
জননী আমার কুন্তি আছয়ে সংহতি
তাপত্য বলিয়াবল কেবাসে তপতি।
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারন
তব পূর্ব্ববংশ কথা শুন দিয়া মন।
এইত সূর্য্যের কন্যা হইলা তাপতি
ত্রৈলক্যেতে তার সম নাহি রূপবতী।
যৌবন সময় তার দেখি দিনকর
চিন্তিত হইলে নাহি কন্যা যোগ্যবর।
তোমার ওপর বংশে রাজা সম্বরন
নিরবধি করে রাজা সূর্য্যের সেবন।
ওপবাস নিয়ম করিয়া চিরকাল
সেবায় করিল তুষ্ট দেব লোকপাল।

সূর্য্যের সেবায় সম্বরন মহারাজা
কলে অনুগ্রহ হৈল বলে মহাতেজা।
তার কর্ম শুনে তুষ্ট হৈল দিনকর
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর।
তবে কত দিনে সম্বরন নৃপবর
মৃগিয়া করিতে গেল অরন্য ভিতর।
একাকি অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে কাননে
বহুশ্রমে অশ্ব মৈল জলের বিহনে।
অশ্বহীনে পদব্রজে ভ্রমে নৃপবর
দিগ জানিবারে ওঠে পর্ব্বত ওপর।
পর্ব্বত ওপরে দেখে কন্যা নিরুপমা
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা।
কন্যার রূপের তেজে দীপ্তি করে গিরি
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি।

সফল আমার জন্ম বলে নৃপবর
হেন রূপ দেখিলাম চক্ষুর গোচর।
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগনে
সভাকারে নিন্দা রাজা করে নিজমনে।
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল
সভাকারে শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল।
স্থিরকরিকায় রাজা করে নিরীক্ষন
চিত্রের পুত্তলি প্রায় হইল রাজন।
ক্ষতক্ষনে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে।
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী।
যুগল অতুল পদ্ম মুখপদ্ম চারু
তাহাতে স্থাপন তোর যুগল রম্ভাতরু। —

নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ কাঁকালিত সরু
নয়ন খঞ্জনযুগ কামচাপ ভুরু।
অতুল যুগল কুচ কন্দর্প সকল
ভুজঙ্গিযুগল ভুজ জঘন সরল।
আনন্দিত অঙ্গ কন্যা দেখিয়া তোমায়
পরসিতে বাঞ্ছা করে রত্ন অলঙ্কার।
কে তুমি দেবতাকন্যা নতুবা অপ্সরী
নাগিনী মানুষী কিবা হবেবা কিন্নরী।
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কর্ণে
এমত অদ্ভুত নাহি কহে কোন জনে।
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শশিমুখী
কি হেতু পর্ব্বত মধ্যে আছহ একাকি।

চাণ্ডকের প্রায় মোর কর্ন করে আশা
তৃপ্তি কর কর্ন মোর কহি একভাবা।
বিবিধ অনেক রূপে নৃপতি বলিল
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হইল।
মেঘের ওপরে যেন বিদ্যুত লুকায়
ওন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিগে চায়।
কন্যা না দেখিয়া রাজা হরিল চেতন
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরন।
অন্তরিক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল
ডাক দিয়া তপতী রাজার প্রতি কৈল।
কি কারনে অচেতন হৈলা নৃপবর
ওঠহ নৃপতি তুমি যাহ নিজঘর।
কন্যার এতেক রাজা শুনিয়া বচন
মরন শরীরে যেন পাইল চেতন।

চেতন পাইয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখে চায়
অন্তরিক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়।
রাজা বলে কামশরে হানিল শরীর
বহুযত্ন ধীরে তবু চিত্ত নহে স্থির।
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে
গরলে ব্যাপিত যেন ভুজঙ্গ দংশনে।
তোমা বিনা অন্য দেখি রাখিব জীবনে
কদাচিত নহে হেন অবশ্য মরনে।
পাইলাম প্রান শুনি তোমার বচন
অনুগ্রহ কৈলে মোরে হেনলয় মন।
মোর হিতে দয়া যদি হইল তোমার
আলিঙ্গন দিয়া প্রান রাখহ আমার।
কন্যা বলে নরপতি এ,নহে বিচার
পিতার স্থানে প্রার্থনা করহ আমার।

মোর পরিচয় তোরে দিয়ে নরপতি
সূর্য্যকন্যা নাম আমি ধীরিয়ে তপতী।
তপঃক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধিন
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান।
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগন লৈয়া
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া
পর্ব্বত উপর তবে দেখে নরবর
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর।
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগন
ধীরি বসাইল তবে করিয়ে যতন।
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিগে চায়
মন্ত্রিগন দেখি কিছু না বলিল কায়।

কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগনে।
মুন্ধিমন্ত এক রাজা রাখিল সংহতি
সূর্য্যের উদ্দেশ তপ করে নরপতি।
উর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে।
তবে চিত্তে অনুমানি রাজাসম্বরন
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিলা স্মরন।
আইলা বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরনে
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে।
উৎপত্তি কারনে তপ তপন সেবনে
জানি মুনিরাজ চিত্তে জানিল তখনে।
অন্তরিক্ষে উঠি গেলা আকাশমণ্ডল
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যাঁর তপোবল।

কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্য করিল প্রণাম
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম।
ভাস্কর বলিল মুনি কহ সমাচার
কোন প্রয়োজনে আইলা আলয় আমার
কোন কার্য্যে অভিলাষ কর মুনিবরে
দুস্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে।
পুনঃ প্রণমিয়ে বশিষ্ঠ জোড়করে
মোর এই নিবেদন তোমার গোচরে।
ভারতবংশের রাজা নাম সম্বরণ
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন।
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরক্ত
চিরকাল সম্বরণ তোমা অনুগত।
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা।

অযোগ্য না হয় রাজা ওবর্ব্বীতে ওত্তম
এই হেতু যে আজ্ঞা করহ বিহঙ্গম।
ভাস্কর বলিল তুমি মুনিতে প্রবীন
ক্ষত্রিতে নাহিক কেহ সম্বরন সমান।
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ তুমি হও তিনজনা।
তোমার বচন আমি না করিব আন
তপতী কন্যারে দিব সম্বরনে দান।
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পন
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিলা গমন।
তপতী দেখিয়া তপ তেজি নৃপবর
বশিষ্ঠেকে স্তব করে করি জোড়কর।
তবে ঋষি দোঁহার বিভা করাইল
তাহারে রাখিয়ে মুনি নিজাশ্রমে গেল।

বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা রাজা সেই বনে
তপতী লইয়া রাজা ক্রীড়ে সম্বরনে।
যেই বৃদ্ধমন্ত্রী ছিলা রাজার সংহতি
তারে রাজ্যভার দিয়া পাঠাল নৃপতি।
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে।
এথায়ে রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল।
বৃক্ষআদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া
অশ্বগন পক্ষি যত মরিল পুড়িয়া।
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকা চুরি
একেরে না মানে অন্য সত্য পরিহরি।
কুটুম্ব বান্ধবগনে কেহ নাহি সহে
সকল মনুষ্যগন হইল শব প্রায়ে।

হীন শক্তি স্থানে২ রহিলা পড়িয়া
স্থানে২ অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত জিনিয়া।
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গুনি।
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে
মহামুনি বশিষ্ঠ আইল কত দিনে।
রাজ্য ভঙ্গ দেখিয়ে চিন্তিত মুনিবর
রাজারে জানিতে গেলেন পর্ব্বত উপর।
বার্ত্তা পাইয়া অনুতাপ করিল রাজন
তপতী সহিত দেশে করিল গমন।
দেশে আসি যজ্ঞ দান করিল নৃপবর
তবে বৃষ্টি কৈল তথা দেব পুরন্দর।
পুনঃ শস্য জন্মিল আনন্দ প্রজাগন
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরন।

তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল
তপতীর গর্ব্ভে হৈল কুরুমহিপাল ।
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল যে কারন ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে বলেন রাজনে
ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রাপ্তি হৈল সম্বরনে ।
তপতীর গর্ব্ভে জন্ম কুরু নরবর
যার বংশে জন্ম তুমি পঞ্চ সহোদর ।
তাপত্য বলিয়া তেঞী বলিয়ে তোমারে
পূর্ব্ব বংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে ।
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ।
পিতামহ নিজ তেজে রক্ষা কৈল মুনি
কেবা সে বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি ।

গান্ধর্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন
বশিষ্ঠের গুন কর্ম্ম না যায় কহন।
কাম ক্রোধে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরনে।
বিশ্বামিত্র বহু তারে ক্রোধ করাইল
তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল।
ইক্ষাকুবংশেতে যত রাজ বুদ্ধি বলে
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে।
অর্জুন বলিল যত অদ্ভুত কথন
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কিকারন।
গান্ধর্ব কহিল কথা পূর্ব্ব পুরাতন
কন্যোজ নামেতে দেশে গাধিনামে রাজন
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুনযুত
বেদবিদ্যা বুদ্ধি বলে ভুবনে অদ্ভুত।

এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন
মহাবনে প্রবেশিলা মৃগয়া কারণ ।
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হইল নৃপবর ।
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম
ভ্রমিতে২ পাইল মুনির আশ্রম ।
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন ।
রাজা দেখি পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনিবর
অতিথের বিধানেতে পূজিল বিস্তর ।
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত দেখি
নন্দিনী গাবীর তরে বলে মুনি ডাকি ।
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার
যে যাহা চাহে তোষ করি সভাকার ।

বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া সুরভী নন্দনী
সংসারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্নধন।
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন
বিচিত্র পালঙ্ক সভা বসিতে আসন।
যেই যাহা ইচ্ছা তাহা পায় ততক্ষন
পরম আনন্দ পাইল সর্ব্ব সৈন্যগন।
গাবীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাবীর নন্দন।
এই গাবী মুনিরাজ আজ্ঞা কর মোরে
এক কোটি গাবী দিব স্বর্ণময় খুরে।
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগন।

মুনি বলে দেবদ্রব্য না দিব রাজন
দেবতা অতিথি হেতু আছে মোর স্থান।
রাজা বলে মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন।
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে সে সাজে
কি করিবা তুমি ইহা থাক বনমাঝে।
গাবী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়
নিশ্চয় লইব গাবী কহিল তোমায়।
মাগিলে না দিব গাবী লৈয়া যাব বলে
ক্ষত্রি কর্ম্ম আমার লইব বলেছলে।
মুনি বলে রাজা তুমি অধিকারী দেশে
বলিষ্ঠ ক্ষত্রির সৈন্য সহায় বিশেষে।
যথা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার
সহজে তপস্বিদ্বিজ কি শক্তি আমার।

শুনি বিশ্বামিত্র ডাকি বলে সৈন্যগণে
কামধেনু লৈয়া চল করিয়া বন্ধনে ।
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি
চালাইল কামধেনু পাছে মারে বাড়ি ।
প্রহারে পীড়িল গাবী তভু নাহি যায়
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায় ।
মুনি বলে নন্দিনী কি চাহ মোর ভীতে
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে ।
তপস্বি ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি
বলে তোমা লৈল রাজা রাজ্য অধিকারী
তবে রাজসৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া
আগে লৈয়া যায় তার গলে দড়ি দিয়া ।
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দনী
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি ।

উপরোধ কৈলা মুনি কর দুষ্ট লোকে
কি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে।
মুনি বলে আমি তোমা ত্যাগ নাহি করি
বলে লৈয়া যায় রাজা কি করিতে পারি।
নিজ শক্তি বলে যদি পার রহিবারে
তবে সে রহিতে পার কহিল তোমারে।
মুনিরাজ মুখে এত শুনিয়া বচন
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর বাড়াইল তনু।
উর্দ্ধমুখ করি গাবী হাম্বারবে ডাকে
নানা জাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে।
পল্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে।
মুত্রেতে হইল জন্ম বহু ব্যাধিগণ
দুই পার্শ্বে হৈল পুস্তকিরাত জবন।

গসাইল লোহলষ্ট মুখের ফেনাতে
নানা জাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন
দুই সৈন্য দেখাদেখি হৈল মহারন।
বিশ্বামিত্র সৈন্যগন যতেক আছিল
এক জন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল।
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা
রাজা বিদ্যমানে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী
মুনিসৈন্য রাজসৈন্যের পাছে যায় খেদি
পালায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়
সুবর্ণ সৈনা বশিষ্ঠের পাছে দেখি যায়।

দি

বনের বাহির করি গাবীর কুমারে
বাহুড়িয়া সৈন্যগন মুনিরে জোহারে।
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান
মুনির সদনে এত পাই অপমান।
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনেমনে গনে
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ জানিল এক্ষনে।
ধিক ক্ষত্রি জাতি মোর ধিক রাজপদে
এক তপস্বী দ্বিজ নারিল বিবাদে।
এ জন্য রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন হইব কিবা যাউক পরান
এত চিন্তে বিশ্বামিত্র কৈল অনুমান।
দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্ব সৈন্যগন
তপস্যা করিতে গেলে মহা কানন।

বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন
যার তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জ্বালিয়া আগিনি
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকে নৃপমনি।
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র আহার পবন।
বরষা কালেতে যথা সদাই বরষে
যোগাসন করি রাজা মধ্য দেশে বৈসে।
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপরে
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবরে।
শীতকালে হীন বস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিশয়।
এই মত তপস্যা দশসহস্র বৎসর
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে আইলা বর

বুহ্মা বলে বর মাগ গাধীর নন্দন
বিশ্বামিত্র বলে মোরে করহ ব্রাহ্মণ।
বুহ্মা বলে বিশ্বামিত্র হও ক্ষত্রি জন্ম
ক্ষত্রি হৈয়া দ্বিজ হবে দুস্কর এ কর্ম্ম।
অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মন
বিশ্বামিত্র বলে অন্য নাহি পুয়োজন।
বুহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ
এক্ষনে যে চাহ তাহা মাগিহ রাজন।
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাহি
কিবা প্রান যায় কিবা বুহ্মত্ত্বা পাই।
এত শুনি পুজাপতি করিল গমন
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধীর নন্দন।
উর্দ্ধ দুই পদ করি উর্দ্ধ মুখ হইয়া
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া।

শুষ্ক কাষ্ঠ যত সে দেখিয়া নরবর
কেবল জাগিয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর।
আর তপে মহা তাপ হইল তিন লোকে
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সভাকে।
সহিতে নারিল ব্রহ্মা আইলা আরবার
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধীর কুমার।
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি পূর্বে
ব্রাহ্মণ করহ মোরে বর যদি দিবে।
এড়াইতে নারিলা সৃষ্টির অধিকারী
বিশ্বামিত্র গলে দিল আপনি ভগুরি।
বর দিয়া প্রজাপতি করিল গমন
বিশ্বামিত্র মুনি হইল মহা তপোধন।
তপে সম নাহি তার হয় কোন জন
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান।

সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠকে পুজে
সোমপান করিলে সহিত দেবরাজে।
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি বলে অনুক্ষনে।
ইক্ষাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুন বীর
সংসারেতে বিখ্যাত কল্যানপাদ নাম।
মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত
যজ্ঞ হেতু তাহারে করিল নিমন্ত্রিত।
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এক্ষন।
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রন।
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন।

রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবরে
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ দণ্ডেশ্বরে ।
রাজা বৈল রাজ পথ জানে সর্ব্বজনে
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারনে ।
শক্তি বৈল দ্বিজ পথ বেদের বিহিত
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত ।
এই মতে বোলাবুলি হইল দুই জনে
কেহ না ছাড়িল পথ কোপিল রাজনে ।
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার
ক্রোধে মুনি অঙ্গে রাজা করিল প্রহার ।
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে
ক্রোধ চক্ষে চাহিয়া রহিল নৃপবরে ।
উত্তমবংশেতে জন্ম করিস অনিতি
ব্রাহ্মনে হিংশা তুমি করিষ দুর্ম্মতি ।

এই পাপে মোর শাপে হও নিশাচর
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর।
শাপ শুনি ব্যস্ত হইল সৌদাশ নন্দন
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন।
হেনকালে বিশ্বামিত্র পাইয়া অবসর
রাজ অঙ্গে নিযোজিল এক নিশাচর।
রাক্ষস শরীরে হৈল রাজার অজ্ঞান
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সন্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন
পশু যেন ব্যাঘ্র ধরি করয়ে ভক্ষন।
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ তার ফল
এইত বলিয়া তার ঘাড় মুচড়িল।
শক্তি মুনি খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর
উন্মত্ত হইয়া বুলে বনের ভিতর।

দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে
রাক্ষস লইয়া সংগে গেলা মুনিবরে ।
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কোঙর
বর পাইয়া বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার ।
একে২ দেখাইয়া দিল সর্ব্বজনে
সভারে ধরিয়া রাক্ষস করিল ভক্ষনে ।
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময় ।
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল
শক্তি সহ শতপুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল ।
শত পুত্রের শোকে মুনির দহয়ে শরীর
মহাবীর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির ।
আপনার মরণ বাঞ্ছিলা মুনিবর
শোকাকুলে প্রবেশিলা সমুদ্র ভিতর ।

সমুদ্র দেখিয়া মুনি ঝাড়ি গেল কুলে
মরন নহিল যদি সমুদ্রের জলে ।
উচ্চপর্ব্বতে গিয়া উঠিলা সে মুনি
তথা হইতে শোকাকুলে পড়িল ধরনি ।
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হইতে পড়ি
তুলারাশি হইল মুনি যায় গড়াগড়ি ।
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ ।
যোজন প্রসর অগ্নি পরসে আকাশে
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরসে ।
তবে মুনি প্রবেশিল অরন্য ভিতর
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তি ভলুক শুকর ।
বশিষ্ঠ দেখিয়া সভে পলাইয়া যায়
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায় ।

মরন নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার
কত দিনে আইল মুনি গৃহে আপনার।
একশতপুত্র শূন্য দেখি মুনিবর
পুত্র শোকে অবস হইল কলেবর।
চতুর্দ্দিগে অনুক্ষন বেদ অধ্যায়ন
নানা শাস্ত্র পঠন করেন পুত্রগন।
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত
গৃহ মধ্যে প্রবেশিতে নাহি হয় চিত।
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর
মরিতে উপায় মুনি করে নিরন্তর।
এক গোটা নদী দেখি গভীর গম্ভীর
ভয়ঙ্কর নক্রং আসয়ে কুম্ভীর।
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি
হেন কালে পাছু হইতে বেদধ্বনি শুনি।

বিস্ময় হইয়া মুনি ওলটিয়া চায়
শক্তি ভার্য্যা অদৃশ্যন্তি দেখিল তাঁহায়।
জোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম এথা।
মুনিবলে সঙ্গে আর আছে কোন জন
শুভ২ বেদধ্বনি কৈল উচ্চারন।
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর।
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যায়ন করে।
এত শুনি বশিষ্ঠ হইলা হৃষ্টমন
বংশ আছে শুনিয়া বর্ত্তিলা তপোধন।
বধূসঙ্গ লইয়া চলিলা পুরন্দর
হেন কালে ভেটিল রাক্ষস নরবর।

নির্জন গহনবনে থাকে নিরন্তর
বহুনর পশু খাইয়া পুর্নিত ওদর ।
নৃপতি কল্যানপদ দেখি বশিষ্ঠেরে
মুকমেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ।
বিপরিত মুর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড
তৃতিয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড ।
নিকটে আইল মুর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর
দেখি অদৃশ্যান্তি দেবী কাঁপে থরং ।
শ্বশুরে ডাকিয়ে বলে শুন মহাশয়
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয় ।
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ
তোমা বিনে রাখে ইথে নাহি হেনজন ।
বশিষ্ঠ বলিলা বধু না করিহ ভয়
নৃপতি কল্যানপদ রাক্ষস এ নয় ।

এতেক বলিতে দুষ্ট আইলা নিকটে
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে ।
মুনির হুংকারেতে রহিল কত দূরে
কমণ্ডুল জল মুনি ফেলিলা ওপরে ।
রাজঅঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহিরে
ইহা দেখি অত্যন্ত বিরস মুনিবরে ।
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন
কৃতাঞ্জুলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ।
অতিব পাপিষ্ঠ আমি পাপের নাহি অন্ত
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ।
মুনি বলে চল শীঘ্র অযোনব্যাগারে
কদাচিত অমান্য না করহ দ্বিজেরে ।
রাজা বলে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর
তব আজ্ঞা বর্ত্তি আমি যাবত কলেবর ।

সূর্য্যব ংশে জন্ম মোর সৌদাস নন্দন
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোনজন।
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা সে পাইয়া
অযোধ্যানগরে পুন রাজা হৈল গিয়া।
বধু সহ বশিষ্ঠ আইলা নিজ ঘর
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাসর।
পুত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল
অতি যত্নে মুনিরাজ যতনে পুষিল।
শিশুকাল হৈতে পরাসর মহামুনি
পিতা বলি বসিষ্ঠেরে নিজ মনে জানি।
এক দিন পরাসর মায়ের গোচরে
বাপ বলিয়া ডাকেন বশিষ্ঠেরে।
শুনি অদৃশ্যন্তি শোক হইল প্রচুর
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর।

বাপ নাহি পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতাযহে বাপ বলি ডাক কি লাগিয়া।
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে
তোমার জনকে বনে খাইল নিশাচরে।
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন
বিশেষে মায়েকে দেখি শোকেতে ক্রন্দন
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন
কি করিব হৃদয় চিন্তিল তপোধন।
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিলে পিতা।
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
এ তিন লোকেতে তার না রাখিব একজন
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার
বশিষ্ঠ জানিলা সে এ সব সমাচার।

মুনির বচনে তারে করেন প্রবোধ
অকারনে তাত তুমি কারে কর ক্রোধ ।
ব্রাহ্মনের ধর্ম এই না হয় উচিত
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মনের বেদের বিহিত ।
কর্ম অনুরূপে শক্তি হইলা নিধন
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারন ।
কার অতি শক্তি তারে মারিবারে পারে
ধর্ম অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে ।
ক্রোধ শান্তি কর বাপ তত্ত্বে দেহ মন
অকারনে সৃষ্টি কেন করিবে নিধন ।
পূর্বের বৃত্তান্ত শুন কহিয়ে তোমারে
কার্তবীর্য বলি ছিল এক নর বরে ।

ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত।
সর্ব্ব ধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে
ধনহীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে।
ভৃগুবংশে রাজাগণ আনিল ধরিয়া
মাগিল যজ্ঞের ধন দেহ ফিরাইয়া।
ভয়ে তবে বিপ্রগণ বলিল বচন
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন।
এত শুনি ছাড়িদিল সর্ব্ব দ্বিজগণ
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন।
রাজ ভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্ব ধন দিল
কেহ২ কত ধন পুতিয়া রাখিল।
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচরে
অল্প ধন দেখিয়া কুপিল নরবরে।

অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্ব বীন।
সৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া
বাহির করিল বীন যে ছিল পুতিয়া।
বীন দেখি ক্রোধি হৈলা যত ক্ষত্রিগন
ব্রাহ্মনে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন।
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল
যতেক ব্রাহ্মনগন কাটিল সকল।
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল
দুগ্ধ পোষ্য বালক আদি সকলি মারিল॥
গর্ব্ভবতী স্ত্রীগনের চিরিয়া উদর
মারিল আসক্ত চিত্ত দুষ্ট নরবর।
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মন নগরে
স্ত্রীগন লইয়া তুলি যায় দেশান্তরে॥

এক ভৃগু পত্নি সে আছিলা গর্ব্ববতী
স্বামিগর্ব্ব রক্ষা হেতু বিচারিল সতী।
ওদর হইতে গর্ব্ব ঊরুতে থুইয়া
ক্ষত্রিগান ভয়েতে যায়েন পলাইয়া।
যতেক ক্ষত্রিয়গান বেড়িল তাহারে
যাইতে নহিল শক্তি পুন গর্ব্ব ভরে।
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইখানে
দশসুর্য্য প্রায় তেজ বীরয়ে নন্দনে।
দৃষ্ঠ মাত্রে ক্ষত্রিগান সব অন্ধ হৈল
কতং ক্ষত্রিগান ভস্ম হৈয়া গেল।
জোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রিগা[illegible]
ব্রাহ্মনেরে স্তুতি বহু বিনয় বচন।
পুত্রে কহি ব্রাহ্মনী সভারে চক্ষু দি[illegible]
প্রান লৈয়া ক্ষত্রিগান পলাইয়া গেল।

পিতৃ পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার
মহাক্রোধি হইলা তবে ভৃগুর কুমার ।
মহাদুষ্ট ক্ষত্রিগন কৈল অবিচার
অনাথের প্রায় দ্বিজ হইল সংহার ।
বিধী তার দুষ্ট কর্ম্ম জানিল এক্ষন
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ।
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর
অনাহারে তপ ষষ্ঠি হাজার বৎসর ।
তপানলে তাপিত হইলা ত্রিভুবন
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ।
দেবগন মিলি স্তুতি করিলা তখন
[illegible] সর্ব্বজন ।
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগন বলিলা বচন
[illegible] ম্বর কারনা ।

আমা সভা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে
আমা সভা মারিবারে কার শক্তি পারে
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন
তেকারনে ক্ষত্রি হাতে হইল মরন।
আপনার মনে জানি ক্ষমা দিল মনে
হীনকর্ম্মে হীনতাপি নাহি কোন জনে।
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মনের ধর্ম্ম
আমা সভা না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম।
পিতৃগন বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি
যত্নেক কহিলা সভে আমি সব জা[illegible]
পূর্ব্বে আমি ক্রোধেতে করিল অগ্নি[illegible]
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহ[illegible]
বিশেষ ক্ষত্রিয়গন হৈল দুরাচার
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে স[illegible]

দুষ্ট লোকে সমুচিত যদি ফল নহে
সংসারে যতেক লোক সেইত করয়ে।
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রিগন
অল্প দোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মন।
যখন ছিলাম আমি জননী ওদরে
ক্ষত্রি ভয়ে মোর মাতা এড়িলেন ওরে।
আর যত ব্রাহ্মনী পাইয়া গর্ব্ভবতী
উদর চিরিয়া মাইল ক্ষত্রি দুষ্টমতি।
অনাথের প্রায় করি মারিল সভারে
সে সব স্মঙরি মোর হৃদয় বিদরে।
হেন দুষ্ট জনে যদি শাস্তি নাহি দিব
এই যত দুষ্টাচার ত্যাগ না করিব।
শাস্তি যাচে শাস্তি নাহি দেয় যেই জন
[illegible] বলি হয় সংসারে ঘোষন।

এই হেতু ক্রোধ মোর হইল অপার
নিবর্ত্তি না হবে ক্রোধ না কৈল সংহার
ক্রোধ মহাপাপ তুল্য নাহিক সংসারে
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে
বিশেষে যতির ক্রোধ চাণ্ডাল গনন
এ সর্ব্ব শুনিয়া বাপু কর সম্বরণ।
আমি সব পিতৃ সব হই গুরুজন
আমা সভাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।
নিবর্ত্তি করিতে যদি নাহিক শকতি
উপায় করিয়ে এক শুন মহামতি।
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিত
জল বিনে মুহূর্ত্তেকে নাহিক সং…
সেকারনে জল মধ্যে এড় ক্রোধানল
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইব স…

ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিব সভার বচন
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন।
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে
দ্বাদশযোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধু মাঝে।
বশিষ্ঠ বলিল তাত পুর্ব্বের কাহিনি
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি।
এত শুনি পরাসর ক্রোধ শান্ত হৈল
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গিকার কৈল।
বার তাতে করিল ভক্ষন
নিশাচরে করিব নিধন।
যো না থুইব পৃথিবীতে
নি এত দৃঢ় কৈল চিত্তে।
শক্তিতে না হইল মরণ
আরম্ভিল শক্তির নন্দন।

পরাসর যজ্ঞ কথা অদ্ভুত কথন
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন।
তিন নিয়া প্রতি যব্যে বলে দেববাণী
পরাসর মুনি হৈব যলন্ত অগনি।
বেদমন্ত্র অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গিকার
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস সংহার।
যজ্ঞের অনল গিয়া হইল আকাশে
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে।
গিরিন্দুনগির কানন আদি গ্রাম
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম।
লক্ষ লক্ষ কোটি২ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে
পুঞ্জ২ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চস্বরে।